গাংনীতে মিষ্টি ভেবে শিশুর বিষপান

ফসলে দেওয়ার জন্য দানা বিষ রেখেছিলেন ঘরে। অবুঝ শিশু ভুল করে ২ বছর বয়সী তামজীদ হোসেন সে বিষ খেয়ে ফেলেছে। এখন তামজিদ হোসেন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তামজিদ হোসেন নড়াইল জেলার তারিক হোসেনের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ জানুয়ারী) বেলা আড়াইটার দিকে নানা বাড়ি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাফানিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ঘরের টেবিলের উপর জমিতে দেওয়ার জন্য রাখা দানা বিষ পান করে ফেলে শিশুটি।

মূমূর্ষ অবস্থায় তাকে গাংনী হাসপাতালে নিলে ডাক্তার তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) এমকে রেজা জানান, শিশুটি বিষ খেয়ে ফেলেছে। তার শরীরে এখনও বিষ আছে। এখানে শিশুদের বিষ উঠানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ২৫০ সয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়ে হয়েছে।

গাংনীতে গাঁজাসহ একজন আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে এক কেজি গাঁজাসহ রিপন (৩০) নামের একজনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ৩ টার দিকে উপজেলার মাইলমারী স্কুল পাড়া থেকে এক কেজি গাঁজাসহ তাকে আটক করা হয়। আটককৃত রিপন উপজেলার লক্ষীনারায়ণপুর ধলা গ্রামের হারেজ উদ্দিনের ছেলে।

ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের স্কুল পাড়া এলাকা দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের

ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী, এস আই (নি:) অজয় কুমার কুন্ডু, এস আই সুলতান মাহমুদসহ মাইলমারী স্কুল পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে রিপনকে আটক করেন।

এ সময় তার কাছ থেকে এক কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন।

গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মা অভিভাবকদের নিয়ে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১২ জানুয়ারী) দুপুরে জোড়পুকরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের চতুর্থতলার হলরুমে আয়োজিত মহিলা সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানী।

মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার মো: রিয়াজ আহম্মেদ ও কৃষি বিপনন কর্মকর্তা মো: শরিফুল ইসলাম ও সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন।

মহিলা সমাবেশে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি ও দূর্যোগকালে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রধানমন্ত্রীর ১০ টি বিশেষ উদ্যোগ ব্রান্ডিং, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের অর্জিত সাফল্য ও উন্নয়ন পরিকল্পনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, ভিসন ২০৪১, এর লক্ষ ও অর্জনসমূহ, মানব পাচার, সন্ত্রাস, মাদক, জঙ্গিবাদ, নাশকতা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদী প্রতিরোধ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সদ্ব্যব্যবহার, পরিবেশ

সংরক্ষণ, অটিজম এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

মহিলা সমাবেশে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের মায়েরা অংশ নেন।

গাংনীতে অনুমতিতে না নিয়ে পুকুর খনন ও জনদূর্ভোগ সৃষ্টির অভিযোগে দু’জনকে ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা

জেলা প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া পতিত পুকুর খুড়ে মাটি উত্তোলন করায় ও গ্রামীণ রাস্তায় মাটি ফেলে চলাচলের অনুপযোগী করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করার দায়ে বালু ব্যবসায়ী ও ভাটা মালিককে ৬৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

আজ বুধবার (১২ জানুয়ারী) বিকালের দিকে গাংনী উপজেলার ধানখোলাতে এ অভিযান চালিয়ে অর্থদন্ড করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও নাজমুল আলম এ অর্থদন্ড করেন।

দণ্ডিতরা হলেন, ধানখোলা রাস্তার দোয়েল ব্রিকস এর সত্ত্বাধিকারী মোস্তাক আহমেদকে জেলা প্রশাসকের অনুমতি ব্যতীত পতিত পুকুর খুড়ে মাটি উত্তোলন করা ও গ্রামীণ রাস্তায় মাটি ফেলে চলাচলের অনুপযোগী করার দায়ে ৬০ হাজার টাকা ও ধানখোলা বাজারে রাস্তার উপর বালি রেখে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করায় বালু ব্যবসায়ী মোঃ জয়নাল আবেদিনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম জানান, জনস্বার্থে এ অভিযান চালানো হয়েছে। আগামীতেও জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

# [redacted]

[redacted]

হক ফজল,কাথুলী ইউপি আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক মোজাম্মেল হক,ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন,গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক সাবেক ইউপি সদস্য তহসিন আলী।

এসময় সাবেক ছাত্রনেতা এনআই রিন্টু চৌধুরী, রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ,ইউপি সদস্য আবু হানিফ, সাবেক ইউপি সদস্য আবুল কালাম,কাথুলী ইউপি যুবলীগের সাধারন সম্পাদক সুজন, কাথুলী ইউপি ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মানিক হোসেন, বর্তমান সভাপতি জামিল হোসেন সহ বিভিন্ন পর্যায়ের আওয়ামীলীগ, কৃষকলীগ,যুব ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী কৃষকলীগের কমিটি গঠিত হয় সকলকে অভিনন্দন জানান বক্তারা।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীর ক্ষতিপুরণ ও বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত স্কুল ছাত্র বিজয়ের ক্ষতিপুরণ ও অভিযুক্তের বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা।

মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার রাইপুর বাজারে রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচি পালন করে। ঘন্টাব্যাপী সড়ক অবরোধ করায় গাংনী ও হাটবোয়ালীয়া সড়কের সকল যানবাহন বন্ধ হয়ে পড়ে।

আহত শিক্ষার্থী বিজয় হোসেন রাইপুর গ্রামের বাবুল হোসেনের ছেলে ও রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর ছাত্র। পরে ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপুর প্রতিশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ স্থগিত করে।

বিজয় হোসেনের সহপাঠিরা জানায়, গত ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে

বন্ধুরা মিলে রাইপুর বাজারে একটি পিকনিক করছিলো। এ সময় বাথানপাড়া গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে হাসিবুর ও তার দুই বন্ধু শান্তসহ তিনজন একটি ডিসকোভারি মোটরসাইকেল দ্রতগতিতে চালিয়ে আসছিলো। এসময় বিজয় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিলো। মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিজয়কে চাপা দেয়। এসময় বিজয়ের বাম পা ভেঙ্গে যায় এবং রক্তাক্ত যখম হলে স্থানীয়রা তাকে গাংনী হাসপাতালে নিয়ে আসে। বিজয়ের অবস্থা আশংকাজনক দেখে তাকে ঢাকা অর্থপেডিক (পঙ্গু) হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক। বর্তমানে বিজয় চিকিৎসাধীন রয়েছে। বিজয়ের চিকিৎসায় মোটা অংকের টাকা খরচ হলেও সে এখনও সুস্থ্য হতে পারেনি।

এদিকে, মোটরসাইকেল চালক হাসিবুর অন্যান্য শিক্ষার্থীদের নামে থানায় জিডি করে। বিষয়টি গাংনী থানায় অভিযোগ করা হলেও গাংনী থানা বিষয়টি আমলে না নিয়ে গড়িমসি করছেন বলেও অভিযোগ করেন আন্দোলনকারি শিক্ষার্থীরা।

বিজয়ের বড় ভাই বিপ্লব হোসেন বলেন, বিজয় একজন মেধাবী শিক্ষার্থী। তাকে নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন। যারা আমার ভাইকে মোটরসাইকেল চাপা দিয়েছে তারা এ পর্যন্ত খোঁজ নেয়নি। বিজয়ের পায়ে রড পরানো রয়েছে। বেশ কয়েকবার অপারেশন হয়েছে, আবারো অপারেশন প্রয়োজন। তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন মোটা অংকের টাকা। তার সুচিকিৎসা না হলে বিজয়ের জীবনে নেমে আসবে অন্ধকার। সে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। অথচ আমার ভাইকে মোটারসাইকেলে চাপা দিয়ে রাইপুরের অনেক ছেলেদের নামে মিথ্যাভাবে ডায়েরি করেছে। আমরা তার সুষ্ঠ বিচার চাই।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিষয়টি জানতে পেরে রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপুসহ ইউপিসদস্যরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন।

রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু বলেন, বিজয়ের আহত হওয়ার ঘটনা আমি লোকমুখে শুনেছি। কিন্তু আমার কাছে এপর্যন্ত কেউ আসেনি। বিজয়ের অভিভাবক ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে বসে বিষয়টি দ্রত সমাধানের চেষ্টা করার ব্যবস্থা করবো।

গাংনীতে অস্ত্র ও মাদকসহ আওয়ামীলীগ নেতা ও তার দুই সহযোগী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে আওয়ামীলীগ নেতা ও স্কুল কমিটির সাবেক সভাপতি সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে পৌর এলাকার বাঁশবাড়িয়া বাজারের লিখন কফি হাউজের সামনে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে গাঁজা ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন,ধানখোলা ইউপি (খ) অঞ্চল আওয়ামীলীগের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক ও গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালণা পর্ষদের সাবেক সভাপতি গোলাম সারোয়ার টোকন (৪২),গাড়াডোব গ্রামের মৃত গোলাম রসুলের ছেলে শাহীন (২৯) ও ঢাকা জেলার কদমতলী থানার মোহাম্মদ বাগ এলাকার মৃত খোরশেদ আলমের ছেলে মাহবুবুর রহমান(৫০)।

র্যাব ৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে,বাঁশবাড়িয়া বাজার এলাকায় কতিপয় ব্যক্তি মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব ৬ গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা অভিযান পরিচালনাকালে তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িতরা কৌশলে পালানোর চেষ্টাকালে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের কাছ থেকে ৫শ’ গ্রাম গাঁজা, দেশীয় তৈরী একটি রামদা, একটি তরবারি, দুটি মোবাইল এবং চারটি সিমকার্ড উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন ও অস্ত্র আইনে গাংনী থানায় মামলা দায়ের পূর্বক তাদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ধানখোলা ইউপি (খ) অঞ্চল আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও নব নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গোলাম সারোয়ার টোকন ধানখোলা (খ) অঞ্চল আওয়ামীলীগের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সে মাদকের সাথে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মেলেনি শহীদ উজির আলী মালিথ্যার

একাত্তরের ১৫ আগস্ট। জমাট মেঘে ঢাকা আকাশ, মাঝে মধ্যে হালকা বৃষ্টি। সন্ধ্যা নামতে না নামতেই গাংনী থানার সাহারবাটী গ্রামে নেমে আসে ঘুটঘুটে আঁধার। চারদিকে সুনসান নিরবতা। মুক্তিপাগল তরুণ-যুবকরা গ্রাম ছেড়ে আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে গেছেন। বাড়িতে একাই পায়চারি করছেন উজির আলি মালিথ্যা। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণার পরপরই বড় ছেলে আক্কাস আলির নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সাহারবাটী ইউনিয়ন সংগ্রাম পরিষদ।

মেজ ছেলে আকরাম আলি মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের শুরুতেই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বেতাই ক্যাম্পের আশে পাশে অবস্থান গ্রহণ করেন। স্থানীয় রাজাকারদের হুমকি ও আত্মীয়-স্বজনদের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি দেশত্যাগ করেননি। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বাড়িতে অবস্থান করে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করতেন। হঠাৎ একদিন রাত নয়টার দিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসর রাজাকার-আলবদর-আল শামসরা উজির মালিথ্যার বাড়িটি ঘিরে ফেলে। হামলা চালায় বাড়ির পাশ-ঘরের দরজায়। সজোরে লাথি মেরে ভেঙে ফেলে সদর-দরজা। ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে দরজা খুলে দেন অসমসাহসী উজির আলি। ঢুকেই স্ত্রী ও গৃহকর্মীর সামনে তাকে রাইফেলের বাট ও ছড়ি দিয়ে নির্দয়ভাবে পোটাতে থাকে পাক-হানাদার বাহিনীর জওয়ানরা। বেদম প্রহার ও উপর্যুপরি লাথির আঘাতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। টানতে টানতে বাড়ির বাইরে নিয়ে আসা হয়। চোখ বেঁধে ট্রাকে তুলে ভাটপাড়া ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৫ আগস্টের গভীর রাতে তাকে ও তার বন্ধু এমলাক হোসেনসহ ৬ জন বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠককে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে পাশে কাজলার পানিতে লাশ ভাসিয়ে দেয়। তাদের লাশ আজও স্বজনরা খুঁজে পায়নি। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত কাজী সাজ্জাদ আলী জহির রচিত ‘মুক্তি সংগ্রামে মেহেরপুর’ (জানুয়ারি ২০১৬) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়, ‘১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা

দিবসে গাংনী থানা শান্তি কমিটির বিশেষ বৈঠকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকাররা বুদ্ধিজীবী এবং স্থানীয় এলিটদের নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তালিকা আগেই করা ছিল, তা কার্যকর করা হয় ১৫ আগস্ট থেকে।’

উজির আলির জন্ম ১৯১৫ সালে নদীয়া জেলার করিমপুর থানার গোয়াস-রহমতপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। বাবা দিরাজতুল্লাহ ছিলেন সচ্ছ্বল কৃষক, মা সাবেরা বেগম গৃহিণী। দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে তাঁর পরিবার মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। পেশা হিসেবে বেছে নেন ব্যবসা, চাষাবাদ ও জনসেবা। তার পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন সাহারবাটী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

তিনি ছিলেন একাধারে মানবহিতৈষী সমাজসেবক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মী, এবং মুক্তিযুদ্ধের বলিষ্ঠ সংগঠক। কবিতা রচনা করতেন এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চায় নিজের ছেলে ও স্থানীয় তরুণদের সহযোগিতা প্রদান করতেন। পকিস্তান আমলে সামরিক শাসনের মধ্যেও তার সহযোগিতায় উদযাপিত হয়েছে পয়লা বৈশাখ, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী। সরাসরি রাজনৈতিক দলে যুক্ত না হয়েও ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ষাটের দশকের স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতাযুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতির সূচনালগ্নে তার বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভিন্ন গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তার বাড়িটি ছিল রাজনীতি ও সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থান।

বড় ছেলে আক্কাস আলি ছিলেন গাংনী থানা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের বলিষ্ঠ সংগঠক। রফিকুর রশীদের লেখা ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মেহেরপুর জেলা’ (আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৭) গ্রন্থে উজির আলি মালিথ্যাকে ‘মুক্তমনা ও সংস্কৃতিপ্রাণ’ মানুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে রফিকুর রশীদ লিখেছেন, ‘সাহারবাটির আরো দুজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম হচ্ছে: এমলাক হোসেন এবং উজির মালিথ্যা। দুজনেই মুক্তপ্রাণ ও সংস্কৃতিপ্রাণ। নিজেদের ছেলেদের মানুষ করেছেন উদার নৈতিক পরিবেশে। নিজ এলাকার মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ১৫ আগস্ট গভীর রাতে তাদের হত্যা করা হয়।’ উজির আলি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, মফস্বল বাসের কারণে এই প্রতিভাধর সাংস্কৃতিক সংগঠক ও প্রগতিশীল মানুষটি মেহেরপুর জেলার বাইরে খুব বেশি পরিচিত নন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তার বীরোচিত আত্মত্যাগে

সরকারি কলেজ।

গাংনীতে মায়ের বুকের দুধ পান করতে গিয়ে শিশুর করুণ মৃত্যু!

মায়ের বুকের দুধ পান করার সময়ে দম বন্ধ হয়ে আলিফ হোসেন নামের সাত মাস বয়সী এক শিশুর করুণ মৃত্যু হয়েছে।

আজ বুধবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকায় এ করুণ ঘটনাটি ঘটেছে।

আলিফ হোসেন ওই এলকার আজমাইন হোসেনের ছেলে।

আলিফ হোসেনের চাচা ইকলাস আলী মাস্টার জানান, ঘটনার সময় আলিফ হোসেনকে তার মা হালিমা খাতুন বুকের দুধ পান করাচ্ছিলেন। অসাবধানতা বসত হঠাৎ শিশুটি দম বন্ধ হয়ে পড়ে। এক সময় মূমূর্ষ হয়ে পড়ে। সাথে সাথে তাকে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক বোধাদিপ্ত দাশ (বিডি দাশ) জানান, শিশুটিকে হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছে। তার শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেছে বলেই জানান তিনি।

গাংনীর শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী আবুল কালাম আজাদ

আবারও গ্রেফতার

মাদকের নয়টি মামলার আসামী গাংনীর বহুল আলোচিত শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী আবুল কালাম আজাদকে (৩৯) আবারও গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম বুধবার (২৪ নভেম্বর) দিবাগত রাত আটটার দিকে গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি খাসমহল গ্রাম থেকে আকে গ্রেফতার করে। গাংনী থানার এসআই আতিকুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান পরিচালনা করেন ।
আবুল কালাম আজাদ উপজেলার তেরাইল গ্রামের ওলিনগরপাড়া এলাকার সুলতান হকের ছেলে।
গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, আবুল কালাম আজাদ একজন চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। গ্রেফতার এড়াতে সে এতদিন আত্মগোপনে ছিল।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই আতিকুর রহমান সঙ্গীয় এএসআই শরিফুল ই সলাম এবং ফোর্স নিয়ে রংমহল গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করেন।

আটক কালামের নামে মাদকের অভিযোগে নয়টি মামলা রয়েছে। একটি মামলায় আদালতের গ্রেফতারী পরোয়ানা রয়েছে ।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, আটক আবুল কালাম আজাদকে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৫ নভেম্বর) সকালের দিকে মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হবে।